যখন স্বৈরাচারের পতন ঘটানোর তিন দশক পরও নূর হোসেনের মত করে বলতে হয় 'গণতন্ত্র মুক্তি পাক!'

মাহতাব উদ্দীন আহমেদ

গত ৯ সেপ্টেম্বর রাজধানীর শাহবাগে প্রকৃত স্বাধীনতার দাবি জানানো নাগরিকদের উদ্যোগে 'গণতন্ত্র মুক্তি পাক' শিরোনামে এক প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হয়েছিল। এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে উত্থাপিত হয়েছিল তিনটি দাবি। এগুলো হল: ১. প্রখ্যাত আলোকচিত্রী, শিক্ষক ও মানবাধিকারকর্মী ড. শহিদুল আলম এবং নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলনকারী যেসব শিক্ষার্থী এখনও জেলে আছে তাদের নিঃশর্ত মুক্তি; ২. কোটা সংস্কার ও নিরাপদ সড়কের দাবিতে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সরকারি মদদপুষ্ট সন্ত্রাসীদের বর্বরোচিত হামলার বিচার এবং ৩. এ দুই আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে দায়ের করা সব অযৌক্তিক ও হয়রানিমূলক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার। এতে অংশ নেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, লেখক, গবেষক, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, আইনজীবী, রাজনৈতিক কর্মী, সংস্কৃতিকর্মী, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিপীড়নবিরোধী শিক্ষার্থীরা, কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীরাসহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। নানা কারণে এই প্রতিবাদ কর্মসূচিটি ছিল অভিনব ও তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রথাগত প্রতিবাদী সমাবেশের গণ্ডি ভেঙে এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে চিত্রায়িত হয়েছিল এখনকার বাংলাদেশের একটুকরো চেহারা। প্রতিবাদী সমাবেশের সাথে সাথে শাহবাগে এদিন একের পর এক চলতে থাকে প্রতিবাদী পারফরম্যান্স আর্ট, গান ও প্রতিবাদী চিত্রাঙ্কন। এতে অংশ নেয়া প্রতিবাদকারীরা অভিনব সব সৃজনশীলতায় এখনকার বাংলাদেশের দুর্ভাগ্যজনক বাস্তবতাটি ফুটিয়ে তুলেছিলেন। এক প্রতিবাদকারী তাঁর মাথা কাগজের ঠোঙা দিয়ে ঢেকে রেখে চুপচাপ বসে ছিলেন প্রতিবাদস্থলে। কাগজের ঠোঙার এক পাশে লেখা ছিল 'মাথা থাকার নিয়ম নাই, আকাশ নাই, পক্ষী নাই'। আরেক পাশে লেখা ছিল 'চক্ষু নিষিদ্ধ, দৃশ্য নাই, জিহ্বা নাই, বাক্য নাই, কর্ণ নিষিদ্ধ, শব্দ নাই, বৃক্ষ নিষিদ্ধ, পুষ্প নাই'। আরেক দিকে মঞ্চের ডান পাশে স্থাপিত হয়েছিল একটি কারাগারের কাঠামো। সেই কারাগারের ভেতরে দাঁড়িয়ে একজন শিল্পী গিটার বাজিয়ে গান গাইছিলেন আরেকজন তাঁর ল্যাপটপ কোলে নিয়ে বিমর্ষ হয়ে বসে ছিলেন। কারাগারের বাইরে রাখা ছিল একটি হেলমেট আর হাতুড়ি! অন্যদিকে কয়েকজন প্রতিবাদকারী প্রতিবাদস্থলে ঘুরে বেড়িয়েছেন তাঁদের মাথাটা খাঁচায় পুরে। কেউ বা রাস্তার ওপর উপুড় হয়ে বসে আগরবাতি, মোমবাতি জ্বালিয়ে, ফুল ছিটিয়ে ব্যঙ্গ করে পূজা করছিলেন একটা হেলমেটের!

মঞ্চের সামনেই দর্শক আর বক্তাদের মাঝখানে রাস্তার ওপর কাপড় বিছিয়ে তাতে প্রতিবাদী ছবি আঁকছিল চারুকলার শিক্ষার্থীরা। তাতে ফুটে উঠেছিল কারারুদ্ধ শহিদুল আলমের এবং ছাত্রনেতা মারুফ-আশাফের ছবি, ক্রুশবিদ্ধ বাংলাদেশের ছবি, বুটের তলায় পিষ্ট স্বাধীনতার প্রতীক এক সফেদ কবুতরের ছবি। অন্যদিকে দর্শকদের মাঝখানে দেখা গেল একজন শিল্পী অমল আকাশকে, যিনি কারও হাত বেঁধে ফেলছেন, কারও বা মুখ। মানুষজনকে বাঁধতে বাঁধতে তিনি বলছিলেন, 'এটা গণতান্ত্রিক দেশ। তাই কেউ আমাকে বাধা দিচ্ছে না।' এক পর্যায়ে তিনি বেঁধে ফেললেন একটি ক্যামেরাকে! সেই শৃঙ্খলিত ক্যামেরা এরপর 'স্বাধীন' হয়ে উড়তে থাকল। সবাইকে বেঁধে ফেলার পর তিনি বললেন যে যাদের তিনি বেঁধেছেন তাদের এভাবে শৃঙ্খলিত হওয়ায় জন্য তারাই দায়ী। কারণ তাদের বেঁধে ফেলার সময় কেউ কোন প্রতিবাদ করেনি। তখন সেই উক্তি উপস্থিত জনতাকে চুপ করে অনেক কিছুই ভাবতে বাধ্য করল। ওদিকে মঞ্চে তীব্র শেষ নিয়ে মাথা খাঁচায় পোরা গানের দল বেতালের শিল্পীরা গান ধরলেন, 'রাজা হাসে, মন্ত্রী হাসে, আমরা তো কেউ হাসি না'। শিল্পী অরূপ রাহী তাঁর 'নায়ক' গানটা গাইলেন। আরেক শিল্পী হেমন্ত দাসের গানে উঠে এল গুম হয়ে যাওয়া মানুষের পরিবার-পরিজনের বুকভাঙা হাহাকার।

এ রকম নানা ঢঙে, নানা আয়োজনে ঘুরেফিরে প্রতিবাদকারীরা বার বার তুলে আনছিলেন কারারুদ্ধ এক বাংলাদেশের চিত্র, যেখানে 'মাথা থাকার নিয়ম নাই'। এ রকম কারারুদ্ধ বাংলাদেশ আমরা নিশ্চিতভাবেই কখনও চাইনি। এমন বাংলাদেশের জন্য আমাদের পূর্বসূরিরা সেই ব্রিটিশ আমল থেকে বিদ্রোহ করেনি, এমন বাংলাদেশের জন্য এ দেশের জনগণ পাকিস্তান থেকে স্বাধীন হওয়ার জন্য মুক্তিযুদ্ধ করেনি। কিন্তু এখনকার বাস্তবতা ভিন্ন। স্বাধীনতার ৪৭ বছর পর আজ এ দেশে তাই নাগরিকদের পরিষ্কার করে এই বার্তা দিতে হচ্ছে যে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর হাত থেকে আমরা স্বাধীনতা পেলেও প্রকৃত স্বাধীনতা বলতে যা বোঝায় তা এখনও আমাদের নেই। স্বাধীনতার এত বছর পর এসে নাগরিকদের তাই

ছবি: আবদুল্লাহ মাহফুজ অভি

ছবি: প্রণবেশ দাস, অনলাইন থেকে সংগৃহীত

একত্র হয়ে প্রকৃত স্বাধীনতার দাবি জানাতে হচ্ছে! এ দেশের জনগণ স্বৈরাচার এরশাদকে উৎখাত করলেও, নানা সময়ে অগণতান্ত্রিক সেনাশাসনকে ক্ষমতা থেকে সরে যেতে বাধ্য করলেও তথাকথিত 'গণতান্ত্রিক' ব্যবস্থায় এ দেশ এমন এক যুগে প্রবেশ করেছে, যে নাগরিকদের একত্র হয়ে প্রায় তিন দশক আগে এরশাদ আমলে শহীদ হওয়া নূর হোসেনের মত করে আবারও বলতে হচ্ছে– 'গণতন্ত্র মুক্তি পাক!'

এত রক্ত, আত্মত্যাগ, অশ্রুর বিনিময়ে স্বাধীনতা পাওয়া এ দেশ এখন এমন এক অবস্থার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে নিছক সত্য উচ্চারণ করাই একটা ভয়ংকর বিপজ্জনক কাজে পর্যবসিত হয়েছে। সত্য উচ্চারণ করলে তার কী হাল ক্ষমতাসীনরা করছে তার নজির তো গত কয়েক মাসের সংবাদপত্রেই কম নেই। হীরক রাজার দেশের হীরক রাজ্যের মতই এ দেশে আজ এমন অবস্থা, যেন কথা বলা বারণ, মুখ খোলা বারণ, সরকারের কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রশ্ন তোলা বারণ, সমালোচনা করা বারণ, প্রতিবাদ করা বারণ। আমরা যখন পরাধীন ছিলাম, তখনকার অবস্থার সাথে এই অবস্থার পার্থক্য কোথায়? আমাদের তো এই প্রশ্ন করতে হবে যে আমাদের প্রকৃত স্বাধীনতা কোথায় গেল? কবি শামসুর রাহমান বেঁচে থাকলে হয়ত তাঁর 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতাটি আজ অন্যভাবে লিখতেন। কারণ এ দেশে এখন প্রকৃত স্বাধীনতা বরাদ্দ রয়েছে মূলত ব্যাংক ডাকাত, টাকা পাচারকারী, ক্ষমতার মদদপুষ্ট গুণ্ডা-মাস্তান আর পুলিশের 'সাহায্যে' এগিয়ে আসা, মিডিয়ার ভাষায় 'একদল যুবক' 'হেলমেটধারী' আর 'লুঙ্গিধারীদের' জন্য। আর স্বাধীনতা আছে ক্ষমতাকে যথেচ্ছ তৈলমর্দনের।

যে কোন ন্যায্য কিংবা অতি ন্যায্য আন্দোলনেও আসছে আঘাত। সেই আঘাত বড় নির্মম। আচরণে ফ্যাসিবাদী। সর্বশেষ কোটা সংস্কার আন্দোলন ও কিশোর-তরুণদের নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলনে অংশ নেয়া শিক্ষার্থীদের ওপর চলল পুলিশ ও সরকারি দলের সন্ত্রাসীদের বর্বর সহিংস হামলা, হয়রানিমূলক অযৌক্তিক মামলায় প্রায় এক শ জনকে গ্রেফতার করা হল। ঈদের আগে তাদের একটা বড় অংশের জামিন হলেও দীর্ঘদিন জেলে আটক ছিলেন ছাত্রনেতা মারুফ ও আশাফ। একজন কোটা সংস্কার আন্দোলনকারী নেত্রী লুমাকে গ্রেফতার করা

ছবি: আবদুল্লাহ মাহফুজ আতিক

শিল্পী অমল আকাশের পারফরম্যান্স আর্টের শেষ অংশ (ছবি অনলাইন থেকে সংগৃহীত)

হয়েছিল, কারণ 'তার একটি গোলাপি রঙের কামিজ ছিল!' যদিও পরে তাঁকে অন্য মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। কয়েক দিন আগেই পত্রিকায় খবর এল–এমন সব স্থানেও মামলা হয়েছে, যেখানে আন্দোলনের সময় কোন ঘটনাই ঘটেনি। পত্রিকায়, টিভিতে আন্দোলনকারীকে হাতুড়িপেটা করার ছবি এল, যে হাতুড়ি দিয়ে পেটাল তার সাক্ষাৎকারও নেয়া হল, হেলমেটধারী, লুঙ্গিধারীদের পরিষ্কার ছবি এল, অথচ কোন হামলাকারীকে গ্রেফতার করা হল না। আন্দোলনকারীদের ওপর হামলার সংবাদ নিতে গিয়ে রক্তাক্ত হল সাংবাদিকরাও। কোন বিচার হল না।

আর অত্যন্ত নির্ভীকভাবে, ছবি তুলতে গিয়ে হামলার শিকার হয়েও যিনি সারা বিশ্বের কাছে নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলনকারীদের ওপর হামলার খবরগুলো নিষ্ঠার সাথে তুলে ধরেছিলেন, সেই বিশ্ববিখ্যাত আলোকচিত্রী, শিক্ষক ও মানবাধিকারকর্মী ড. শহিদুল আলমকে রাতের অন্ধকারে তুলে নিয়ে যাওয়া হল সিনেমায় দেখানো সন্ত্রাসী কায়দায়। এরপর 'কল্পনাপ্রসূত মিথ্যা তথ্য' প্রচারের অভিযোগে দেখানো হল গ্রেফতার! তাঁর জামিনের আবেদনটিই শোনা হল না ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত! জামিন আবেদনের শুনানি এখনও চলছে। অবস্থা কতটা ভয়াবহ, সেটার আঁচ পাওয়া যায় যখন একজন বিচারপতি মন্তব্য করেন যে 'ভাগ্য ভাল যে তাঁকে গুম করে ফেলা হয়নি!' সারা দুনিয়ায় বিশ্ববিখ্যাত সব বুদ্ধিজীবী একের পর এক শহিদুল আলমকে গ্রেফতারের প্রতিবাদ জানিয়েই চলেছেন। এমনকি প্রতিবাদকারীদের তালিকায় আছে প্রধানমন্ত্রীর বোনের মেয়ে টিউলিপ সিদ্দিকের নামও। তবু শহিদুলের মুক্তি নেই! শহিদুল আলমকে যেদিন প্রথম কোর্টে ওঠানো হয়, তখন আদালতে নেয়ার সময় তাঁর মুখ চেপে ধরার একটা ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। প্রকৃত অর্থে পুরো দেশের সত্যপিয়াসি, পরিবর্তনকামী, প্রকৃত স্বাধীনতার সন্ধান করা জনগণ এখন অনুভব করছে যে তাদের সবার মুখই আসলে এভাবে চেপে ধরা হয়েছে, চেপে ধরা হয়েছে গণতন্ত্রের মুখ। পুরো দেশের জনগণের এই অনুভবেরই প্রতিফলন ছিল শাহবাগে গত ৯ সেপ্টেম্বরের 'গণতন্ত্র মুক্তি পাক' নামের প্রতিবাদ কর্মসূচি, যাতে সংহতি জানায় অন্তত ২৫টি প্রগতিশীল রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

সরকারের সমালোচনা, সরকারের কাজের প্রতিবাদ করলেই যদি সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করার দায়ে জেল-জুলুম-গ্রেফতার করাটা ন্যায্য হয়ে থাকে তাহলে পাকিস্তান আমলে পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবুর রহমানকে যেভাবে বছরের পর বছর কারাগারে রেখেছিল, সেটাও ন্যায্য হয়ে যায়। সরকারবিরোধী হওয়াটা যদি অপরাধ হয় তাহলে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন জরুরি অবস্থার সময় বন্দি ছিলেন সেটাও ন্যায্য হয়ে যায়। সরকার আজকাল যে কোন ন্যায্য আন্দোলনেই উসকানি দেখছে। কিন্তু সরকার ভুলে যাচ্ছে যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার আহ্বান যদি উসকানি হয় তাহলে এ দেশে সবচেয়ে বড় উসকানিদাতার নাম জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম, কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য, এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও। কারণ তাঁরা যুগের পর যুগ ধরে প্রজন্মের পর প্রজন্মকে এই 'উসকানি' দিয়ে আসছেন।

গণতান্ত্রিক অধিকার কিংবা প্রকৃত স্বাধীনতা কোন কাগজ-কলমের বিষয় নয়। এটি জনগণের অনুভব করার বিষয়। গায়ের জোরে, সরকার সমর্থক বুদ্ধিজীবীদের স্তুতিমূলক উপসম্পাদকীয় দিয়ে কিংবা সরকার সমর্থক মিডিয়ার তেলতেলে প্রশ্ন দিয়ে প্রকৃত স্বাধীনতার বোধ কিংবা গণতান্ত্রিক অধিকার জনগণকে অনুভব করতে বাধ্য করা যায় না। সেটি করতে গেলে অবস্থাটা হীরক রাজার মতই হয়। প্রকৃতপক্ষে একের পর এক বিভিন্ন গণতান্ত্রিক ও ন্যায্য আন্দোলনে বাধা দিয়ে জনগণকে বিদ্রোহ করার সবচেয়ে বড় উসকানিটা সরকার নিজেই দিচ্ছে। কিন্তু সরকার ভুলে যাচ্ছে যে এ দেশের জনগণ কখনও এমন অবস্থাকে মেনে নেয়নি। মেনে নেবেও না।

মাহতাবউদ্দীন আহমদ: লেখক।
ইমেইল: mahtabjuniv@gmail.com